সুর করে কোরাণ পড়া জায়েজ তবে সুর করে আবেগ প্রকাশ হারাম!

কর্ণফুলীর বিশেষ প্রতিবেদন

ধর্মের নামে আধুনিক সমাজে যে অধর্ম চলছে সে ধর্মের নাম 'ইসলাম', এ কথাটি আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। যার ফলে শান্তিপ্রিয় মানবসভ্যতা একবাক্যে এখন মনে করেন 'ইসলাম' মানে 'সন্ত্রাস', ইসলাম মানে 'বর্বরতা', 'ইসলাম' মানে 'ভন্ডামী ও ধৈর্যহীনতা' অথবা ইসলাম মানে 'রক্তের হোলি খেলা'। 'ইসলাম' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'শান্তির ধর্ম' কোন কালে কোন নরাধম এই শব্দার্থটি উদ্ভাবন করেছেন সেই নরাধমের পরিচয় ও নাম-সাকিন অদ্যাবধি কেউ জানেনা, যেমন রামের জন্ম সত্যিকারার্থে ভারতের কোন জায়গায় হয়েছে কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনা। তবে রাজনৈতিকভাবে রামের জন্ম যেমন হয়েছে বিহারের অযোধ্যায় ঠিক তেমনি ধর্মান্ধ মুসলমানদের মতে 'ইসলাম' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'শান্তির ধর্ম'। আধুনিক সভ্য সমাজে একজন মানবতাবাদী ও শান্তি প্রিয় ব্যক্তি জন্মগতভাবে 'ইসলাম' ধর্মাবলম্বি হয়েও নিজেকে তিনি 'মুসলমান' বলে পরিচয় দিতে বড়ই বিব্রতবোধ করেন। লজ্জায় মাথানত হয়ে থ দাঁড়িয়ে থাকেন, মনে হয় তিনি কেবলামুখী হয়ে নামাজে দাঁড়িয়েছেন। উক্ত বিষয়টির সত্যতা প্রমানের জন্যে বিশ্বব্যাপী খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন নেই অথবা অন্যদেশের মুসলমানদের দেখার দরকার নেই। শুধুমাত্র নিজ শহর সিডনীতে অবস্থিত নিজ কমিউনিটির 'মুসলমান'দের দিকে একটু নজর দিলেই উপরোক্ত অপবাদের সত্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলে যাবে। আক্ষেপ করে একজন বাংলাদেশী 'মুসলমান' মোহাম্মদ নুর উদ্দিন সেদিন বল্লেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে বলে দাবী করে এবং প্রাত্যহিক জীবেন 'হালাল' খাদ্য গ্রহণ করে থাকে এরকম একজন সত্যবাদী ও চরিত্রবান বাংলাদেশী-মুসলমান তিনি অষ্ট্রেলিয়াতে তার দীর্ঘ কুড়ি বছর অবস্থানকালে একজনও দেখেননি। বরং এরকম কেউ তাকে "আস্ সালামু ওয়ালাইকুম' বলে সালাম দিলে তিনি তাকে "ওয়ালাইকুম তফাত" বলে সর্বদা দুরে থাকতে পছন্দ করেন। তিনি মনে করেন এরা প্রায় সকলেই 'গরু-খেকো' ও 'খতনাওয়ালা' মুসলমান। বিশেষ কাজে খতনা পদ্ধতিতে বিশেষভাবে উপকৃত এসকল মুসলমানরা প্রতিনিয়ত মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা এবং ওয়াইন, বীয়ার ও ক্যাসিনোতে আসক্ত থাকলেও কিন্তু গরুর মাংসটি 'হালাল' দোকান থেকে কেনার জন্যে মাইলকে মাইল তারা ড্রাইভ করে থাকেন। তিনি আরো বলেন যে পবিত্র 'হজ্ব' পালন করেছেন এবং অষ্ট্রেলিয়াতে বসবাস করছেন এরকম একজন পবিত্র ও সৎ 'বাংলাদেশী-আলহাজ্ব' তার নজরে আজো আসেনি। তিনি মনে করেন বস্তুত এসকল 'হাজী'রা সবাই হজ্ব শেষে তাদের দু'কাঁধে দুটি জ্যান্ত শয়তান বহনকরে 'পাজী' হয়ে ঘরে ফিরে থাকেন। যাদেরকে অনেকে 'খতনা-হাজী' অথবা 'ডিসকো-হাজী' বলে কটুক্তি করে থাকে। হজের আগে যা-ও একটু ভালো ছিল হজ্ব করার পর সেটাও তাদের শেষ হয়ে যায়। মনের কালিমা দুর করার মানসে একজন মুসলমান হজ্ব পালনের অংশ হিসেবে একটি সময় সাফা মারওয়া নামক মক্কা নগরীর একটি বিশেষ স্থানে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে থাকে যেমন করে হিন্দু তীর্থগামীরা গঙ্গায় অবগাহন করে পাপমুক্ত হয়ে থাকে। হাজীদের পাজি হওয়ার বিষয়ে নানারকম চমকপ্রদ কাহিনী ও ব্যখ্যা দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হচ্ছে, "একজন মুসলমান 'হাজী' তার হাতে পাথর নিয়ে শয়তানকে

নিক্ষেপ করতে যখন উদ্যত হন তখন তার সামনে বসে থাকা অদৃশ্য শয়তানরা পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা পেতে ক্ষীপ্ত হয়ে তেড়ে আসে এবং নিক্ষিপ্তকারী ব্যক্তির দুই কাঁধে অবস্থানরত দুই হিসাবরক্ষক মুনকির ও নেকীর নামে দুই ফেরেস্তাকে জোর করে নামিয়ে দিয়ে সে স্থান দুটি তারা জোর করে দখল করে নেয়। অতঃপর হজ্ব শেষে উক্ত হাজীরা 'শয়তানের' জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।" মোহাম্মদ নুর উদ্দিন আরো বলেন পবিত্র হজ্ব পালন করে যথাযথ হজ্বের মর্যাদা পালন করে জীবনযাপন করছেন, যেমন মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা ও পরধর্মে অশ্রদ্ধা বন্ধ করেছেন এরকম একজন বাংলাদেশীও যদি সিডনীতে তিনি কখনো খুঁজে পান তবে তিনি তার মুরিদ হবেন এবং নিজেকে আল্লাহ'র পথে সেদিন থেকে তিনি সমর্পন করে দেবেন। 'মন্দ-মুসলমান' কাঁধে বহন করে আজ আধুনিক মানব সভ্যতা ও বিশ্ব সত্যি ক্লান্ত আর সেই 'ইসলামিক' পাপে এখন জ্বলতে শুরু করেছে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান'।

আয়মন উদাস নামে পাকিস্তানি এক উদীয়মান গায়িকাকে সম্প্রতি জীবন দিয়ে ইসলামের বর্বরতার সত্যতা প্রমান করতে হলো। টেলিভিশনে গান গেয়ে জনপ্রিয় হওয়ার কারণে আয়মন উদাসকে তারই দুই ভাইয়ের হাতে খুন হতে হল। গত ২৪শে এপ্রিল মুসলমানদের সাপ্তাহিক পবিত্রদিন শুক্রবার পেশোয়ারে নিজ ফ্ল্যাটে দুই ভাইয়ের গুলিতে নিহত হন কণ্ঠশিল্পী আয়মন উদাস। তবে পুলিশ এখন পর্যন্ত ওই দুই ভাইকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এ হত্যাকাণ্ডে পেশওয়ার শহরের সংস্কৃতি অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। এ ঘটনায় ওই অঞ্চলে মৌলবাদের বিস্তারের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। এর মাধ্যমে মেয়েদের অবদমন এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা হরণের চেষ্টার নগ্নরূপ প্রকাশ পেল। উদাস পশতু ভাষায় গান গাইতেন। তিনি দেশটির রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত টিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলে নিয়মিত গান পরিবেশন করতেন। আয়মন উদাস গান গেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠলেও তার পরিবার কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করেছে। মেয়েদের টেলিভিশনে পারফর্ম করা পাপ বলে মনে করত আয়মনের পরিবার। গত সপ্তাহে আয়মনের দুই ভাই তার ফ্ল্যাটে গিয়ে গুলি করলে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি। আয়মন উদাস সর্বশেষ যে গানটি গেয়েছেন তাতে যেন তিনি তার মৃত্যুর কথাই বলেছেন। গানটির শিরোনাম ছিল 'আমি মরে গেলেও জনগণের মাঝে বেঁচে থাকব।' টিভিতে প্রচারিত নিহত আয়মনের গাওয়া সেই শেষ গানটি শুনতে ও দেখতে এখানে টোকা মারুন।

বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র রূপদানকারী অগণিতবার মক্কা ভ্রমনকারী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ হযরত হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ